যায়যায়দিন

4 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা : দুদকে নথি তলব

গাজীপুর প্রতিনিধি

দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ড জব্দ করে তা প্রেরণের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-২-এর সহকারী পরিচালক মো. মাসফুল আলম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত এক চিঠি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছেছে। ১ অক্টোবর স্বাক্ষরিত চিঠিতে আগামী ১১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজ ও নথি জব্দ করে তা কমিশন কার্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আকম মোজাম্মেল হক ২৯ জুন জয়দেবপুর থানায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির ঘটনায় ভিসি, প্রোভিসিসহ ১৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেন। এ ঘটনায় অধিকতর তদন্তের স্বার্থে দুদক সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ড তলব করে। মামলার বাদী অ্যাডভোকেট আ ক ম

তলব : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

তলব ... দুদকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোজাম্মেল হক এমপি জানান, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ, প্রোভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আফজাল আহমদ চৌধুরী, ট্রেজারার কাজী ফারুক আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বদরুজ্জামান, সাবেক রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমদ আখতার, সাবেক ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব শাখা) মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন, সাবেক উপ-রেজিস্ট্রার ও বর্তমানের প্রক্টর এইচ এম তায়েহীদ জামান (পিণ্টু), আইন বিষয়ক ইউনিটের সহকারী রেজিস্ট্রার মো. সিদ্দিকুর রহমান (স্বপন), সাবেক উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) বর্তমানে চলতি দায়িত্বে রেজিস্ট্রার ফাহিমা সুলতানা, সহকারী-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) নিলুফা বেগম, বেতন ও কল্যাণ শাখার সহকারী পরিচালক মো. শামসুদ্দীন (বাদল) ও শেখ মুহাম্মদ মুফাজ্জল হসাইন এবং সেকশন অফিসার মো. আকুল হোসেনের নামোল্লেখ করে আরও অজ্ঞাত অনেকের বিরুদ্ধে ২৯ জুন জয়দেবপুর থানায় মামলা করা হয়। পরে মামলাটি দুদকে স্থানান্তরিত হয়। তিনি আরো জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে সরকারি নির্দেশাবলী লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন জাল ডকুমেন্ট সৃষ্টি করে অবৈধভাবে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান এবং বকেয়া প্রদানের মাধ্যমে ১ কোটি ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩৯৪ টাকা আত্মসাৎ করেছেন।

পরে অধিকতর তদন্তের স্বার্থে দুদক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নথি জব্দ করে আগামী ১১ অক্টোবরের মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালকের দপ্তরে সরবরাহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। রেজিস্ট্রার ফাহিমা সুলতানা মঙ্গলবার ওই চিঠি পাওয়ার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

দুদক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে যেসব নথি তথা রেকর্ডপত্র চেয়েছে- সেগুলো হলো ২০১১ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার কামার উদ্দিনসহ ১১৯ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত রেজুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট নথি। বর্ণিত কর্মকর্তাদের অনুকূলে সিলেকশন গ্রেডের বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত নথী এবং রেকর্ডপত্র। ২০১১ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাব-টেকনিক্যাল অফিসার এস এম এনামুল হকসহ ১১ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত রেজুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট নথি। বর্ণিত কর্মকর্তাদের অনুকূলে সিলেকশন গ্রেডের বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং রেকর্ডপত্র। ২০১১ সালে সিলেকশন গ্রেডপ্রাপ্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৮ জন কর্মকর্তা অনুকূলে অন্যান্য ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত রেজুলেশন এবং সংশ্লিষ্ট নথি। বর্ণিত কর্মকর্তাদের অনুকূলে সিলেকশন গ্রেডের বকেয়া পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং রেকর্ডপত্র। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড প্রদান, সিলেকশন গ্রেডের বকেয়া এবং অন্যান্য ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত নীতিমালা। অবৈধ গণনিয়োগ ও দুর্নীতির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ১৮/জাতীয় বিঃ-১/২০১০/৯৭ তারিখ : ১৫/৩/২০১০ মূল কপি। বর্ণিত কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের নাম, পদবী, বর্তমানও স্থায়ী ঠিকানা ও তদন্ত সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র (যদি থাকে)।